THE BANGLADESH OBSERVER

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ১ কলাম ২......

SEP 30 2002

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল খোলার প্রথমদিনে ভিসি ড. এসএম এ ফায়েজ বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন –ইত্তেফাক

ঢাকা ভার্সিটির হল খুলে দেয়া হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ দীর্ঘ ৬৪দিন বন্ধের পর গতকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। হল খোলার প্রথমদিনে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী হলে উঠেছে। বৈধ এবং দ্বৈতাবাসিক ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখে আবাসিক হলে উঠানো হয়েছে। ছাত্রদলের সাথে ছাত্রলীগের কর্মীরাও হলে উঠেছে। তবে কোন ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি। দীর্ঘদিন পর হল খোলায় আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা খুশী। গত ২৩শে জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাস প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলে

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ গত ২৮ জুলাই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।

সকাল ১০টায় আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হয়। হল খোলার আগেই সকালে প্রতিটি হলে পুলিশ এবং হল গেটে আবাসিক শিক্ষকরা উপস্থিত হন। পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে বৈধ ছাত্রদের হলে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কর্মীরাও পরিচয়পত্র দেখিয়ে হলে ওঠে। তবে ছাত্রলীগের বেশকিছু নেতা-কর্মীর, হলের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় তারা হলে উঠতে পারেনি। বেলা ১২টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ এসএমএ ফায়েজ, প্রোভিসি অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া, প্রক্টর অধ্যাপক এএসএম আতিকুর রহমান প্রমুখ আবাসিক হলে হলে গিয়ে ছাত্রদের খোঁজ-খবর নেন। ভিসি'র নেতৃত্বে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ প্রথমে শামসুন্নাহার হলে যান এবং পরে এক এক করে সকল হলে যান। ভিসি ছাত্রদের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে ঠিক মতো পড়াশুনা এবং ক্লাস করার আহ্বান জানান। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর পরিচয়পত্রে ত্রুটি থাকায় তাদের প্রশাসনিক ভবন এবং হলে হলে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। বেলা সাড়ে ১১টার সময় ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক সফিউল বারী বাবু, ছাত্রদল নেতা সুলতান সালাউদ্দীন টুকু, আমীরুজ্জামান আলিম, আসাদুজ্জামান আসাদ, ফিরোজ হলে হলে যান। দুপুরে ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার, বিশ্বনাথ সরকার বিটু, খান মইনুল মোস্তাক, খলিলুর রহমান, সোহেল হাজারী, আব্দুল আলীম, দেলোয়ার হোসেন, হেমায়েত উদ্দীন প্রমুখ প্রতিটি হলে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হলে তুলে দেন। বৃহস্পতিবার ক্লাস শুরু হবে। কোন কোন হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে ছাত্রদল কর্মীদের বসে আড্ডা দিতেও দেখা গেছে। বিকালে ভিসি ডঃ এএসএম ফায়েজ বলেন, হলগুলোতে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। সাধারণ ছাত্রসহ ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সকলেই হলে উঠেছে। আশা করি আগামীতেও পরিবেশ ভালো থাকবে। প্রো-ভিসি অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার বলেন, হলে হলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সকলেই খুশী। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, কোন কোন হলে গিয়ে দেখেছি ছাত্রদলের সাথে ছাত্রলীগের কর্মীরা একসাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে। বেশ ভালোই লাগছে। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক সফিউল বারী বাবু বলেন, দীর্ঘদিন পর হল খোলায় আমরা খুশী। ছাত্রদল সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। বৈধ ছাত্ররা সকলেই হলে থাকবে। ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমরা প্রতিটি হলে গিয়েছি এবং হল প্রভোষ্টদের সাথে কথা বলেছি। হলের পরিবেশ এখন পর্যন্ত ইতিবাচক।